চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা কার্যালয়

জেলা-চুয়াডাঙ্গা।

১৭ তম TLCC সভার কার্যবিবরণী

স্থান ঃ পৌরসভা মিলনায়তন তারিখ-২৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ সময় ঃ দুপুর ১.০০ ঘটিকা।

সভাপতি ঃ জনাব মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

সভায় সম্মানীত সদস্যদের উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট - 'ক' দ্রষ্টব্য।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
০১	বিগত ইং ৩০-১২-২০১৯ অনুষ্ঠিতব্য TLCC সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	সভার শুরুতেই সভার সভাপতির অনুমতিক্রমে পৌরসভার সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম অদ্যকার সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অদ্যকার সভার সভাপতি জনাব মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা বলেন- আপনারা জানেন এই মহামারী করোনা ভাইরাসের কারনে আমারা পূর্বের টিএলসিসি-র সভা করতে পারি নাই। সরকার লক-ডাউন কিছুটা শিথিল করার কারণে স্বাস্থ্য বিধি মেনে আমরা আজকের সভা করছি। এই করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা কল্পে সবাইকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা UGIIP-III প্রকল্পের অর্ন্তরভুক্ত। প্রকল্পের নির্দেশনা মেনে পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আপনারা আমাকে সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি আপনারা আমাকে এবং আমার পৌর পরিষদকে সার্বিক সহযোগীতা করবেন। অতপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পৌরসভার সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম, ও সদস্য-সচিব, TLCC চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা জানান গত ইং ২৫-০৩--২০২০ তারিখে TLCC-র সভা আহব্বান করা হলেও করোনা ভাইরাসের কারনে সভা করা সম্ভব হয় নি। সে কারণে বিগত ইং ৩০-১২-২০১৯ অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করেন এবং বিগত কিছু কার্যক্রম নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেনে। এরপর TLCC সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সভায় কায়বিবরণী নিয়ে আলোচনা পর্যলোচন করেন এবং কোন সংশোধন করার প্রয়োজন নাই মর্মে মতামত প্রদান করেন। সভায় কমিটির সকল সদস্যকে যথা সময়ে সভায় হাজির হওয়ার জন্য অসুরোধ জানানো হয়।	ক) সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় অত্রসভা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে। **খ) TLCC এর সম্মানিত সদস্যদের নিয়মিত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।** **গ) আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং তারিখের মধ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC-র সভা করা।** **ঘ) সভার কার্যবিবরনী তৈরী ও বিতরণ এবং PMO তে প্রেরন করা হবে ।**	মেয়র/সচিব	
০২	TLCC গঠন ও কার্যকর রাখা(সূত্র ঃ পৌরসভা আইন-২০০৯ এর ১১৫ ধারা)।	আলোচনার অংশ নিয়ে সচিব সাহেব জানান পৌরসভার আইন, ২০০৯ এর ১৫ ধারা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC সভা করার ০৭ দিন পূর্বে সকল সদস্যদের মধ্যে নোটিশ ও কার্যবিবরণী বিতরণ করা সহ সভা চলমান আছে। সভা এবিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	**১. যথা নিয়মে অনুসরণ করে TLCC গঠন করায় অত্রসভা মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞ্যাপন করেন এবং এ ধারা অব্যহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**	মেয়র/পৌরপরিষদ/ সচিব	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
০৩	WC গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ১৪ ধারা)	আলোচনার শুরুতেই পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী অত্র পৌরসভার ওয়ার্ড (WC) কমিটি গঠন ও কার্যাবলী নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে WC কমিটি সদস্য- সচিব ও সহকারী প্রকৌশলী জনাব মো ঃ হাফিজুর রহমান কাওছার, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা জানান WC কমিটির সভা সমুহ সভা সঠিক সময়ে করা হয় এং সভার সিদ্ধান্ত সমুহ আলোচনার জন্য¨TLCC সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত থাকে। সভায় WC কমিটির কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যগুলো চিহ্নিত করা এবং পৌর পরিষদের সভায় আলোচনা সাপেক্ষে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	১. জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২০ ত্রৈমাসিক WC-র সভা সম্পন্ন করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে **PMO তে প্রেরণ করা সহ সংশ্লিষ্টদের কপি সরবরাহ** করা হবে। ২. গুরুত্বপূর্ণ সমস্যগুলো চিহ্নিত করে পৌর পরিষদের সভায় আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করা ।	মেয়র/পৌরপরিষদ/ সহকারী প্রকৌশলী	
০৪	নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	নাগরিক সনদ(CC) বা সিটিজেন চার্টার নিয়ে আলোচনা কালে TLCC সদস্য জনাব মো ঃ সিরাজুল ইসলাম ও জনাব মো ঃ মাহবুবুর রহমান সেলিম বলেন পৌরকর্তৃপক্ষ যথাস্থানে নাগরিক সনদ(CC) স্থাপন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	১. আরো ০১ টি স্থানে নতুনভাবে নাগরিক সনদ(CC) স্থাপন করা হবে।	মেয়র/সচিব	
০৫	তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার (GRC) সেল গঠন ও কার্যকর রাখা।	তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার সেল নিয়ে আলোচনা কালে কমিটির আহব্বায়ক জনাব মুন্সি মো ঃ রেজাউল করিম খোকন বলেন পৌরসভার প্রবেশ দ্বারে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে এবং কোন অভিযোগ জমা পড়লে প্রাপ্ত অভিযোগ গুলি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়। তবে করোনা ভাইরাসের কারনে দাপ্তরিক কাজ কর্ম স্বভাবিক না থাকায় সময়মত অভিযোগ গ্রহন বা নিস্পত্তি করা সম্ভব হয় নাই। সকল অভিযোগ GRC কমিটি কর্তৃক বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়। অভিযোগসমূহের বিবরণ পৌরপরিষদের মাসিক সভায় আলোচনা করা হবে। তিনি আরো জানান ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (এপ্রিল-জুন-২০১৯) সর্বমোট ০৮ টি অভিযোগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পুরুষ অভিযোগ ০৬ টি এবং মহিলা অভিযোগ ০২ টি। অভিযোগ গুলো GRC কমিটি বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ০৮ টি অভিযোগ লিখিত আকারে নিস্পত্তি করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে অত্রসভা GRC-র কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. সকল অভিযোগ যথাসময়ে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং এ ধারা অব্যহত রাখা। ২. GRC কমিটি অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহন করা এবং এ ধারা অব্যহত রাখা। ৩. সমাধানকৃত অভিযোগসমূহের বিবরণ TLCC-র সভাতে এবং পৌরপরিষদের মাসিক সভায় আলোচনা করা।	সভাপতি, GRC কমিটি	
০৬	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এরই ধারা বাহিকতায় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রকল্প গ্রহন করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার, মো ঃ মাহবুল আলম সেলিম বলেন- পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP)-র সংশোধিত খসড়া আমাদেরকে সরবরাহ করলে আমরা মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করতে পারবো। বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। অত:পর সভা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন হাতে নেওয়ায় পৌরসভাকে ধন্যবাদ দেন।	১. পৌরসভার জন্য ০৫(পাঁচ) বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন সংশোধন কাজ আগামী ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর থেকে শুরু করা হয়েছে যা চলমান আছে তবে শীঘ্রই TLCC-র সভায় উপস্থাপন করা হবে।	পৌর পরিষদ/নির্বাহী প্রকৌশলী/সচিব	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
০৭	পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন	পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি সকল উন্নয়ন কাজ তদারকি করে। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। কাজের মান সন্তোষ জনক। নির্বাহী প্রকৌশলী আরো জানান পৌরসভা ইতোমধ্যে সরকারী উন্নয়ন তহবিল ও রাজস্ব তহবিল হতে উন্নয়নমূলক কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এরপর নির্বাহী প্রকৌশলী আরো জানান চলমান UGIIP-III প্রকল্পের আওতায় পানি সরবরাহ প্রকল্পে ১০ কোটি টাকার কাজ শুরু হয়েছে। আশা করছি পানি সরবরাহ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে জনসাধারণের পানি সম্পর্কিত আর কোন সমস্যা থাকনে না। তিনি আরো জানান UGIIP-III প্রকল্পের আওতায় পৌর শ্রীমন্ত টাউন হল নতুন ভাবে নির্মাণ করার জন্য ইতোমধ্যে দরপত্র আহব্বান করেছি। এয়াড়াও তিনি সভাকে জানান গুরুত্বপূর্ণ শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০ কোটি টাকার প্রকল্পের দরপত্র আহব্বান করা হয়েছিল তার কার্যাদেশ ইতোমধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। আশা করছি এ সকল কাজ বাস্তবায়ন হলে জন-সাধারনের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে TLCC এর সদস্য জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দার, জনাব মো ঃ জাহাঙ্গীর আলম মালিক, সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মো ঃ এসএম ইস্রাফিল হক ও জনাব মোছা ঃ নুরুন্নাহার কাকলী বলেন-আমাদের টেকশই উন্নয়ন করতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা সমুহ সংস্কার করা এবং ড্রেনের উপর স্লাব নির্মাণ করার অনুরোধ করেন এবং প্রকল্পের কাজের গুনগত মান ভালো থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. UGIIP-III প্রকল্পের কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়। ২. উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে আরো দায়িত্বশীল হওয়ার সুপারিশ করা হয়। ৩. ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা সমুহ মেরামত করার সিদ্ধান্ত সুপারিশ আকারে গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী/উন্নয়ন বাস্তবায়ন কমিটি।	
০৮	বাজেট বরাদ্দ সহ বার্ষিক O&M পরিকল্পনা প্রণয়ন (উন্নয়ন কর্মকান্ড)	বাজেট বরাদ্দ সহ বার্ষিক O&M উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যয় বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পৌরসভার রাজস্ব বাজেটে O&M খাতে ১,১১,০০,০০০/- টাকা বরাদ্ধ রাখা হয়েছে। পৌরসভার রাজস্ব বাজেট হতে বরাদ্ধ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২০২০) ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে O&M কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে মোট ২৭,৮৮,৩৬৫/- টাকা ব্যয় হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে TLCC–র সদস্য জনাব মুন্সি মো ঃ রেজাউল করিম খোকন, জনাব মো ঃ সিরাজুল ইসলাম, মোছা ঃ শাহিনা আক্তার পৌরসভার উন্নয়ন কাজের গতি বৃদ্ধি সহ আগামীতে নতুন অর্থ বছরে নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনের আহবান জানান এবং সে সাথে পৌর ট্রাক টার্মনিাল, বাস-টার্মিনাল আধুনিকিকরণ, জরুরী ড্রেণ নির্মান করার প্রস্তাব দেন এবং কাজের গতি বাড়ানোর পরামর্শ দেন। পরবর্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন- O&M খাতে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। সভা O&M এর কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিক বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করে PMO অফিসে প্রেরণ করাসহ পৌরসভার ওয়েভ সাইটে প্রদর্শন করা আছে। ২. প্রয়োজন মাফিক ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র/নির্বাহী প্রকৌশলী /সচিব।	
০৯	জেন্ডার(GAP)কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক	জেন্ডার(GAP)কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় চলতি ইং ২০১৯-২০২০ সনে জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য ১৭,২৭,০০০/-টাকা বাজেট	১। নিয়মিত সভা করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা ও যথাসময়ে PMO অফিসে প্রেরণ করা।	সভাপতি/সদস্য-সচিব GAP	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
	স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	বরাদ্দ আছে। তবে এপ্রিল-জুন/২০২০ ত্রৈমাসিকে নিম্ন লিখিত খাতে মোট ৩,৮২,৮০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয় বিবরণী নিম্নরুপ- • আর্থ-কর্মসংস্থানের জন্য নারীদের সেলাই মেশিন বিতরণ ও প্রশিক্ষন প্রদান বাবদ খরচ ৫,৫০০/-টাকা • GAP এর - মাসিক সভা বাবদ ব্যয় ৭০০/-টাকা • অসহায় ও দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সাহায্য বাবদ ১৩,৬০০/-টাকা। • অসহায় ও দরিদ্র মহিলাদের সাবলম্বী করণ বাবদ ১৩,০০০/-টাকা। • করোনা ভাইরাসে দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সাবান, হ্যান্ডস্যানিটাইজার,মাস্ক্র,বিলচিং পাউডার ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ ৩,৫০,০০০/- টাকা। অত:পর আলোচনায় অংশ নিয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সভাপতি সুলতানা আরা রত্না বলেন কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা হয়। এ ছাড়াও তিনি অত্র সভাতে নারীদের সেলাই প্রশিক্ষন, জেন্ডারের ইস্যু সমুহ, GAP বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা, হাস-মুরগী পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণের কথা উপস্থাপন করেন। এরপর TLCC এর সদস্য জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দার এবং দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি মোছা ঃ রিপা খাতুন আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, GAP বাস্তবায়নে যে সকল প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে তা বাস্তব সম্মত এবং পৌর পরিষদকে বাস্তবায়ন করার অনুরোধ জানান। নারী ও শিশু বিষয়ক কমিটির মহান উদ্দ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং GAP এব কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	২। ২০২০-২০২১অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।** **৩। হত-দরিদ্রদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত রিং-স্লাব বিতরন।** ৪। হাস-মুরগী পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৫। সেলাই মেশিন বিতরন। ৬। অসহায় ও দুস্থদের মাঝে হাসের বাচ্চা বিতরণ। ৭। আর্থিক অনুদান দেওয়া।		
১০	**দারিদ্র হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)**	আলোচনার শুরুতেই দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব জনাব কে এম আব্দুস সবুর খান বলেন উক্ত কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা হয়। এরপর TLCC এর সদস্য জনাব মোছা ঃ নূরুন্নাহার কাকলী বলেন-GAP বাস্তবায়নে আরো সচেতন হতে হবে, সাবলম্বী করে তুলতে হবে। অত:পর আলোচনাকালে বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সভাকে জানান GAP বাস্তবায়নে মানুষের কিছুটা দুর্দশা লাঘবের জন্য ৪৪,৪৪,৭০০/-টকার বাজেট বরাদ্দ আছে। দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা, আর্থিক সাহায্য, সাবলম্বী করণ,করোনা ভাইরাসের কারণে অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে চাল,ডাল, নগদ অর্থ, সাবান, হ্যান্ডস্যানিটাইজার, মাস্ক্র, বিলচিং পাউডার ইত্যাদি বাবদ এপ্রিল-জুন-২০২০ মাসে নিম্ন-লিখিত খাতসমূহে সর্ব মোট ৬,৯৩,১৬০/- টাকা ব্যয় করা করেছে।	১. নিয়মিত সভা করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা ও যথাসময়ে PMO অফিসে প্রেরণ করা। ২. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী দা**রিদ্র হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।**	মেয়র/সভাপতি/সদস্য-সচিব, দারিদ্র হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		• হত দারিদ্র মানুষদের সাবলম্বী করণ বাবদ ১৫,০০০/-টাকা • ঢেউটিন বিতরন- ২০,০০০/-টাকা • আর্থিক সাহায্য বাবদ ৩৬,৩৪০/- টাকা। • করোনা ভাইরাসে অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে চাল,ডাল, নগদ অর্থ, সাবান, হ্যান্ডস্যানিটাইজার, মাস্ক্র, বিলচিং পাউডার ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ ৬,২১,৮২০/-টাকা।			
১১	বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) গঠন	বস্তি-উন্নয়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও বস্তি-উন্নয় কর্মকর্তা জনাব কেএম আব্দুস সবুর খান আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান প্রকল্প অফিস কর্তৃক অনুমোদিত ০৪ টি বস্তির উন্নয়নের ১ম পর্বের কাজ শেষ হওয়ার পরপরই শুরু হয় মহামারী করোনা ভাইরাস। সেকারনে সকল কাজ বন্ধ রাখা হয়। বর্তমানে সরকার লক-ডাউন কিছুটা শিথিল করলে পূণ:রায় বস্তি-উন্নয়নের কাজ শুরা করা হয়েছে। প্রতিটা বস্তিতে নিয়মিত সভা করা চলমান আছে। কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা করে উন্নয়ন কাজ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে রেজুলেশন করে টাকা উত্তোলন করা হয়। সভায় ব্যয় বিবরণী তুলে ধরা হয়। এরপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বস্তি উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মোছা ঃ রিপা খাতুন, মোছা ঃ রুপালী খাতুন, মোছা ঃ মিতা খাতুন, মোছা ঃ বিউটি খাতুন বলেন-আমাদের এলাকার বস্তিতে গুনগতমান ঠিক রেখে উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হচ্ছে এবং আমরা সবাই একাজে সাহায্য করি। কাজ সম্পর্কে আমাদের কোন অভিযোগ নাই। অত:পর অত্র সভা বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।	১. প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক কার্য সম্পাদন করা। ২. অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাওয়ায় বস্তির উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। ৩. বস্তির উন্নয়ন কাজ শুরুর পূর্বে TLCC সদস্যদের অবহিত করা। ৪. অনুমোদিত ০৪ টি বস্তির SIC কমিটির সদস্যদের সাথে নিয়মিত মাসিক সভা করা। ৫. বস্তির উন্নয়ন কাজে গুনগতমান বজায় রাখা। **৬. প্রাক্কলন মোতাবেক বস্তি-উন্নয়নের কাজ করা।**	সভাপতি/সদস্য-সচিব, দারিদ্র-হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।	
১২	হোল্ডিং ট্যাক্স এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ	আলোচনার শুরুতে অত্রপৌরসভার সচিব সাহেব জানান ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের পৌরকরের মোট দাবী (হাল+বকেয়া) ৪,৫৭,৮৪,১৩৯/-টাকা। তন্মধ্যে এপ্রিল-জুন/২০২০ মাসের ত্রৈমাসিকে সরকারী ও বেসরকারী মোট পৌরকর আদায়ের পরিমান ১,১১,৪০,১২৩/- টাকা। কোয়ার্টারলি আদায়ের হার মাত্র ৩২.৬৪%। তবে(১ম কোয়ার্টারে ৮১,৯৪,৪৯৫/- + ২য় কোয়ার্টার ১,১১,৪০,১২৩/- + তয় কোয়ার্টার ৭৬,৮৫,৩৬১ + ৪র্থ কোয়ার্টার ৩৬,৭১,৩২৭) = ৩,০৬,৯১,৩০৬/-টাকা। ৬৭.৩৫% কর আদায় বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তবে পৌরকরের দাবী বৃদ্ধি পাওযায় আদায়ের হার কমেছে। সভায় পৌরকর আদায় করা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পৌরসভার কর আদায় বিষয়ে আলোচনার জন্য সভায় উপস্থিত TLCC-র সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মাননীয় মেয়র জনাব মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী বলেন-আপনারা জানেন মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা যথাসময়ে পৌরকর আদায় করতে পারি নাই সেইসাথে পৌরকরের দাবীও বেড়েছে। আপনারা সে সকল তথ্য ইতোমধ্যে শুনেছেন। এসকল কারণে আমরা দাবী আদায়ের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছাতে পারি নাই। আশা করছি আপনাদের সহযোগিতায় নতুন ২০২০-২০২১ অর্থ বছর হতে পৌরকর আদায় করতে সক্ষম হবো। পরিশেষে আমি	১. সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের সহযোগীতায় সমস্ত পৌর এলাকায় মাইকিং, ক্যাম্পেইন, কর খেলাপিদের নেটিশ প্রদান এবং মহল্লায় মহল্লায় টিম প্রেরনের মাধ্যমে পৌরকর আদায়। ২. উঠান বৈঠক ও WC বৈঠকে কর আদায় বিষয়ে আলোচনা করা।	মেয়র/সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/কর আদায়কারী/TLCC -র সদস্যবৃন্দ।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি আপনারা আমাকে সকল কাজে সার্বিক সহযোগীতা করবেন।			
১৩	পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যাতীত)।	রাজস্ব আদা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২০ বছরে কর বার্হিভুত রাজস্ব দাবীর পরিমান ২,৫৪,৯৬,০০০/- টাকা। পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যাতীত) সর্বমোট আদায় ৩,২৩,৪৫,৮১৯/-টাকা তন্মধ্যে চলতি(এপ্রিল-জুন/২০২০) কোয়ার্টার এ আদায় হয়েছে ২০,৯১,৫৮৮/-টাকা। সর্বমোট আদায়ের হার ১০০%। পরোক্ষ কর আদায় নিয়ে আলোচনাকালে জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দার, সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মো এসএম ইস্রাফিল হক, মোছা ঃ রাবেয়া খাতুন হাট-বাজার ইজারা ও বকেয়া আদায় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন এবং হাট-বাজার ইৎারার অর্থ বকেয়া থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আলোচকবৃন্দ কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। পৌর এলাকায় চলাচলরত ইজি-বাইক বা রিক্সা, ভ্যানের লাইসেন্স প্রদানে অধিক গুরুত্ব দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তবে এ বিষয়ে তিনি কিছু পরামর্শ প্রদান করেন এবং কর বহির্ভুত রাজস্ব আয়ের খাত বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। সভায় এ বিষয়ে এ সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়।	১. পৌরস্বার্থে হাট-বাজার ইজারার বকেয়া অর্থ আদায় করার জন্য মেয়র মহোদয়কে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়। ২. কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য আয়ের খাত চিহ্নিত করার জন্য পৌরপরিষদকে অনুরোধ করেন। ৩. নতুন ২০২০-২০২১ অর্থ বছর হতে পৌর এলাকায় ইজি-বাইক চলাচলের অনুমতি পত্র এবং রিক্সা, ভ্যানের লাইসেন্স প্রদানে অধিক গুরুত্ব দেয়ার জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়।	মেয়র/সচিব/বাজার পরিদর্শক/লাইসেন্স পরিদর্শক।	
১৪	কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন	কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনাকালে কর আদায়কারী সভাকে অবগত করান যে, এপ্রিল-জুন/২০২০ ত্রৈমাসিকে ৯০১২ টি ট্যাক্স বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট পৌছানো হয়। এর মধ্যে ৯৬৮ জন গ্রাহক পৌরকর পরিশোধ করেছে। পৌরকর আদায়ের পরিমান ৩৬,৭১,৩২৭/-টাকা। তিনি আরো জানান পৌরকরের ত্রৈমাসিক কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের প্রতিবেদন প্রতি মাসে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করা হয়। মেয়র মহোদয় TLCC এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দদেরকে পৌরকর আদায়ের হার বৃদ্ধির জন্য আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ জানান।	১. কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স রেকর্ড ব্যবস্থা এবং কম্পিউটারে বিল প্রস্তুত করার কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ২. পৌরকরের ত্রৈমাসিক কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের প্রতিবেদন প্রতি মাসে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। ৩. প্রতি কোয়ার্টারে কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট উক্ত বিল প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪. আদায় প্রতিবেদন প্রকল্প অফিসে প্রেরনের সিদ্ধান্ত হয়।	কর আদায়কারী/সহকারী কর আদায়কারী।	
১৫	পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ	পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের পানি শাখার চলতি ও বকেয়া সহ মোট দাবীর পরিমান ২,১৮,৫৮,০০০/-টাকা। এপ্রিল-জুন/২০২০ মাসের ত্রৈমাসিক সর্বমোট আদায়ের পরিমান ৪৩,১৪,৫৭৩/-টাকা। তবে সর্বমোট আদায় হয়েছে ১,৮০,৯৬,৩১৯/-টাকা। অত:পর TLCC এর সম্মানিত সদস্য মোছা ঃ নূরুন্নাহার কাকলী, মো ঃ আবুল হোসেন বলেন-নতুন ভাবে স্থাপিত পানির লাইন বসানোর পর রাস্তা হইতে মাটি অপসারণ না করার কারনে জনসাধারনের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। তিনি দ্রুত	**১. বকেয়া পানির বিল গ্রাহকদের বিরুদ্ধে লাইন কর্তন এবং বকেয়া বিল আদায়ে টিম গঠন করে অভিযান অব্যহত রাখা।** **২. যথা সময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা।**	মেয়র/সচিব/নির্বাহী প্রকৌশলী/পানি-তত্বাবধায়ক	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		সমাধান চান। তবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারনে পানি সরবরাহে কিছু সমস্যা আছে সে বিষয়ে পৌর কর্তৃ পক্ষকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন। পানি শাখার তত্বাবধায়ক জনাব এএইচএম সাহীদুর রশীদ জানান আপনার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে এবং ভবিশ্যতে এ ধরনের কাজ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হবে। তিনি আরো বলেন পানির লাইন সম্প্রসারন, মিটার স্থাপন,পাম্প স্থাপন এবং ওভারহেড ট্যাঙ্ক স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন হলে তখন পানি সরবরাহ ব্যাবস্থার সকল সমস্যা লাঘব হবে। তবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ইতোমধ্যে কয়েকটি পানির পাম্প পুড়ে যায়। আমরা দ্রুততার পুড়ে যাওয়া পানির পাম্প গুলো মেরামত করে সর্বাত্তকভাবে পানি নরবরাহ চালু রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি। তিনি সভাকে আরো জানান বকেয়া পানির বিল আদায়ের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।			
১৬	অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভা বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)।	পৌরসভার সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম সভাকে জানান গত ইং ২৬-০২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে অত্র পৌরসভার ইং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ও ২০১৯-২০২০অর্থ বছর সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্য়ালোচনা পূর্বক আগামি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রনয়নে পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা, দারিদ্র-হ্রাস পরিকল্পনা, নারী ও শিশু এবং জেন্ডার, পৌরসভার সেবা সচল রাখার বিষয়ে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তুত এবং বাজেট প্রস্তুত কালে এ কমিটি পরামর্শ ও মতামত প্রদান এবং বাজেট প্রণয়ন কাজে হিসাব শাখাকে সার্বিক সহযোগিতা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **সিদ্ধান্ত ঃ** পৌরসভার ইং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ও ২০১৯-২০২০অর্থ বছর সংশোধিত বাজেট যথা সময়ে টিএলসিসি-র সভায় **উপস্থাপন করায়** অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।	১. আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২০ মাসের মধ্যেTLCC র- সভা করা হবে।	সচিব/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
১৭	অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে হিসাবের অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	অডিট এন্ড একাউন্টস বিষয়ক স্থায়ী সভায় অডিট এন্ড একাউন্টস বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা গত ইং ১৪-০৬-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর সমাপ্তি হওয়ায় জেনারেল অর্ডিট করার জন্য সভায় সুপারিশ করা হয়। সেই সাথে অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে আভ্যন্তরিণ হিসাবের অডিট (নিরীক্ষা) করার বিষয়ে আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসের মধ্যে অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটির সভাতে হিসাব শাখার কার্যাবলী উপস্থাপন পূর্বক যথা সময়ে PMO তে প্রেরণ করা হবে ২. ২০১৯-২০২০ সন সমাপ্ত হওয়ায় অতিঅল্প সময়ের মধ্যে অর্ডিট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	হিসাব রক্ষণ কর্মকতা	
১৮	কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং	কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা কালে পৌরসভার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জানান	১. প্রতি মাসের শেষে Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করা।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
	কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন	এপ্রিল-জুন/২০২০ মাসের কম্পিউটারাইজড হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করে এ হিসাব প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন করা হবে এবং ইং ০৫-০৭-২০২০তারিখের মধ্যে PMO তে প্রেরণ করা হবে। সভায় হিসাব শাখার কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ তরা হয়।	২. প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন এবং যথা সময়ে PMO তে প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		
১৯	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ।	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করা নিয়ে আলোচনার শুরুতেই সভাকে জানানো হয় এপ্রিল-জুন/২০২০ মাস পর্যন্ত বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সহ চলতি বিল পাওয়া গেছে ১৪,৫২,৮৪৮/-টাকা তন্মধ্যে বকেয়াসহ পরিশোধ করা হয়েছে ১০,৭৬,৯৯৯/-টাকা। বিদ্যুৎ বিলের অবশিষ্ট ৩,৭৫,৮৫৯/-টাকা অচিরেই পরিশোধ করা হবে। জুন-২০২০ পর্যন্ত ১৩,৩৮৩/-টাকার টেলিফোন বিল পাওয়া গেছে এবং উক্ত টেলিফোন বিল বাবদ ১৩,৩৮৩/-পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশোধের হার ১০০%। বকেয়া বিল পাওয়া গেলে পরবর্তিতে পরিশোধ করা হবে।	১. যথা সময়ে বকেয়া বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	মেয়র/সচিব/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
২০	স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন	স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন করার বিষয়ে আলোচনা কালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভার স্থায়ী সম্পদের তালিকা হালনাগাদ করা চলমান আছে। হালনাগাদ তথ্যাদিতে পৌরসভার ভূ-সম্পত্তি, ভবনাদি, যানবাহন, পানি সরবরাহ শাখার সম্পদসহ পৌরসভার রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট ও ড্রেনের তথ্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে।	১. স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টারে পৌরসভার স্থায়ী সম্পদ সমূহ নিয়মিত লিপিবদ্ধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মেয়র/সচিব/নির্বাহ প্রকৌশলী/নগর পরিকল্পনাবিদ/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ষ্টোরকীপার	
২১	সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করা	সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় BMDF সংস্থা থেকে ঋণের কিস্তি এপ্রিল-জুন/২০২০ পর্যন্ত পরিশোধ যোগ্য ঋণের পরিমান ৬২,৪৭,২৭৯/-টাকা তন্মেধ্য ২৪ টি কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়েছে ৫২,৯৭,০৪৭/-টাকা। বকেয়া আছে ৯,৫০,৩২৩/-টাকা। অচিরেই ঋনের কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হবে। পরিশোধের হার ৮৪.৭৮%।	১. আগামি জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসের মধ্যে বকেয়া সহ ঋণের টাকা পরিশোধ করা হবে।	মেয়র/সচিব /হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
২২	স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভা আইন,২০০৯ এর ৫৫ ধারা অনুযায়ী পৌরসভায় ১৩টি স্থায়ী কমিটি আছে। কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্থায়ী কমিটি সমুহ ইতোমধ্যে এপ্রিল-জুন-২০২০ মাসের সকল সভা বিভিন্ন তারিখে সম্পন্ন করেছে। সভা সমূহের কার্যবিবরনী তৈরী করে PMO অফিসে প্রেরণ করা হয়। কমিটি সমুহের কার্যক্রম চলমান থাকায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর-২০২০ ইং কোয়ার্টারের সকল স্থায়ী কমিটির সভা বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. সভা সমূহের কার্যবিবরনী তৈরী করে PMOঅফিসে প্রেরণ করা হবে।	কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব	
২৩	সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৪ ধারা)	প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, কর আদায়কারী, লাইসেন্স পরিদর্শক, সহকারী এ্যাসেসরদেরকে প্রশিক্ষণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য ষ্টাফদের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণের	১. নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের কে আগামীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়। ২. পৌরসভার সকল কর্মকর্তা ও শাখা প্রধানদের	মেয়র ও সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		ব্যবস্থা করা হয়। যার ব্যয় হয় ১,১০,০০০/-টাকা।	আগামীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।		
২৪	সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি/IIT ব্যবহার	সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি/IIT ব্যবহার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু সনদ সংরক্ষন করা ও বিতরন করা চলমান আছে। বর্তমানে এই কার্যক্রমের আওতায় কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সফটওয়ার, পৌরকর, পানি সরবরাহ কর. ট্রেডলাইসেন্স ও ডিজিটাল সেন্টার চলমান আছে। চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে যাহার ঠিকানা নিম্নরুপ যেমন- www.chuadanga.org.com বর্ণিত ওয়েব সাইটে পৌরসভার সকল তথ্য সন্নিবেশিত আছে।	১. অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু সনদ সংরক্ষন ও বিতরন অব্যাহত রাখা। ২. পৌরসভার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার কাজ চলমান রাখা এবং আগামী ১০-১০-২০১৯ তারিখের মধ্যে পৌরসভার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হবে।	মেয়র ও সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	
২৫	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা।	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সভাকে আরো অবগত করা হয় যে, নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৫৫,৭৬,৯২০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে। তন্মধ্যে এপ্রিল-জুন-২০২০ মাসে ব্যয় হয়েছে ১৫,৭০,০৮৬/- টাকা। বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার নিদৃষ্ট জায়গা অধিগ্রহনের বিষয়ে সভাকে জানানো হয়, বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার জায়গা ইতোমধ্যে অধিগ্রহন সম্পন্ন হয়েছে। তবে মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে উক্ত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে একটু বিলম্ব হচ্ছে। আলোচনা কালে **TLCC-র সদস্য** মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দার, জনাব মো ঃ সিদ্দিকুর রহমান এবং মোছা ঃ আরজিনা বেগম শহরের পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করার কথা বলেন। তবে **TLCC-র সম্মানিত** বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে হওয়ায় পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানান।	১. সলিড ওয়াষ্ট ডিসপোজাল গ্রাউন্ড উন্নয়নের জন্য প্রকল্প অফিসে যোগাযোগ করার জন্য মাননীয় মেয়রকে অনুরোধ জানান হয়। ২. জায়গা পেলে অবশ্যই ডাষ্ট-বিস স্থাপন করা হবে। ৩. কিছু পরিচ্ছন্নকর্মী নেওয়ার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।	মেয়র /সচিব/নির্বাহী প্রকৌশলী/কন্জারভেন্সী পরিদর্শক	
২৬	ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৩৬,৮৭,০০০/-টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে। এপ্রিল-জুন/২০২০ মাসে ব্যয় হয়েছে ১২,৬৭,২৪৭/-টাকা। অত:পর ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনাকালে TLCC-র অন্যতম সদস্য মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দার, জনাব মো ঃ সিরাজুল ইসলাম, জনাব মোছা ঃ নুরুন্নাহার কাকলী ড্রেনের উপর স্লাব না থাকায় ড্রেনের ভিতর মাটি, আবর্জনা ইত্যাদি ফেলে ড্রেনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। মোছা ঃ নুরুন্নাহার কাকলী মহিলা কলেজ পাড়ায় ড্রেনের উপর স্লাব দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং দ্রুততার সাথে ড্রেনের উপর স্লাব দেওয়ার পরামর্শ দেন। এর পর নির্বাহী প্রকৌশলী সাহেব বলেন আপনাদের সহযোগীতায় ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে। তিনি	১. ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ আরো জোরদার করার সিদ্ধান্ত হয়। ২. স্বল্প সময়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ফাকা ড্রেনের উপর স্লাব স্থাপন করা।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী/কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		আরও বলেন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে আরো গতিশীল করা হবে। তিনি সভাকে আরো জানান ইতোমধ্যে ড্রেনের উপর স্লাব দেওয়ার কাজ চলমান আছে। যা অব্যহত থাকবে। অত:পর অত্রসভা ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক হওয়ায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।			
২৭	সড়ক বাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থা	সড়ক বাতি কার্যকর রাখার বিষয়ে আলোচনাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে জানানো হয় চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/মালামাল ক্রয় এবং ১০০% সড়ক বাতি সচল রাখার বিষয়ে পৌরসভা সচেষ্ট। তবে ১০০% সড়ক বাতি কার্যকর রাখার নিমিত্তে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৪৯,১০,০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। তন্মধ্যে এপ্রিল-জুন/২০২০ মাসে ব্যয় হয়েছে ৫,৬০,৯৬২/- টাকা। তবে বিদ্যুৎ বিলের কিছু টাকা বকেয়া আছে। অত:পর ১০০% সড়ক বাতি কার্যকর রাখার বিষয়ে আলোচনাকালে TLCC-র অন্যতম সদস্য মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দার, জনাব মো ঃ আবুল হোসেন ও মোছা ঃ শাহিনা খাতুন সড়কবাতির বর্তমান কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষ জনক হওয়ায় পৌরসভাকে ধন্যবাদ দেন। নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে এই মর্মে অবগত করে বলেন- UGIIP-III প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ২য় পর্যায়ে ১০৮ টি পোল স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়নের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এয়াড়াও যে সকল বস্তিতে উন্নয়নের কাজ হবে সেখানে বৈদ্যুতিক পোল সহ আলোর ব্যবস্থা থাকবে। এয়াড়াও তিনি জানান সড়কবাতি সচল রাখার জন্য চলতি কোয়ার্টারে সাধারণ বাল্ব ২২ টি, রড় লাইট ১২ টি, এনার্জি বাল্ব ৪৭২ টি লাগানো বা পূণঃস্থাপন করা হয়েছে। সড়ক বাতি কার্যকর রাখায় অত্রসভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. সড়ক বাতিমেরামত ও সচল রাখার কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ২. অচিরেই বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হবে।	মেয়র/কাউন্সিলর/নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী/বিদ্যুৎ সুপারভাইজার	
২৮	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারী করণ	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারী করণ নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team এর কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক মেরামত যোগ্য কার্যাদি সম্পন্নের জন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা; প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এপ্রিল-জুন/২০২০ কোয়াটারে ৯৭,৬০০/-টাকা ব্যয় হয়েছে। TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকর থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে আরো মনোযোগী হওয়ার এবং ব্যায় বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন।	১. অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক সকল মেরামত কার্যাদি Mobile Maintenance Team এর মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২. ইং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুসারে অবকাঠামো সমূহ মেরামত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ৩. অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করন পূর্বক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী	
২৯	স্যানিটেশন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	স্যানিটেশন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভা কর্তৃক স্যানিটেশন বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এজন্য পৌরসভার	১. স্যানিটেশন কার্যক্রম আরো জোরদারকরার সিদ্ধান্ত হয়।	সেনেটারী ইন্সপেক্টর/কন্জারভেন্সী	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		প্রয়োজনীয় বাজেটে ২,০০০০০/-টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। স্যানিটেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পৌরসভাধীন সকল গন শৌচাগার, কমিউনিটি টয়লেটসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। TLCC-র সদস্য মোছা ঃ রিপা খাতুন, জনাব মো ঃ ইস্রাফিল হক, জনাব মো ঃ জাহাঙ্গীর আলম স্যানিটেশন কার্যক্রমে আরো নজর দেয়ার পরামর্শ দেন। স্যানিটেশন বিষয়ক কার্যক্রমে এপ্রিল-জুন/২০২০ মাসে ৫৯,১৭০/-টাকা ব্যয় হয়েছে। TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে স্যানিটেশন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন ।	২. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করার সুপারিশ করা হয়।	ইন্সপেক্টর	

মাননীয় মেয়র সভায় উপস্থিত TLCC-র সদস্যদের ধন্যবাদ সহ সবাইকে পৌরসভার উন্নয়নের স্বার্থে পৌরকর আদায়ের জন্য সকলে এগিয়ে আসাসহ সকলকে উন্নয়নের অংশীদার হওয়ার আহব্বান জানান। অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী)
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্মারক নং- চুয়া/পৌঃ/TLCC-৩/৪-২০১৮/২০২০/৪৮৭/১(৬০) তারিখ ঃ ২৪-০৬-২০২০ খ্রি ঃ

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি ঃ-

০১। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প, (UGIIP-III), এলজিইডি ভবন, লেভেল-১২, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

০২। জনাব.. .. ..সদস্য, TLCC, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

০৩। ..... চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

(মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী)
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।